গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

নং-৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.০৩৪.১৮-৭২৭

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪২৬ / ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এঁর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mor.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

০২। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড কপি, জানুয়ারি ২০২০ মাসে অনুষ্ঠেয় অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যপত্র প্রস্তুতের জন্য তাঁর শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগের অনিষ্পন্ন বিষয় এবং আলোচ্য বিষয় (যদি থাকে)-এর তালিকা আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের মধ্যে এবং Nikosh Font-এ সফট কপি admin2@mor.gov.bd ঠিকানায় ই-মেইলযোগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
০২। যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
০৩। উপসচিব (সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
০৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (তাঁকে কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
০৬। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
০৭। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
০৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
০৯। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা

অনুলিপিঃ
০১। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ডিসেম্বর ২০১৯ মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯
সময় : বিকাল ৩:০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে সদ্য একজন কর্মকতা যুগ্মসচিব পদে যোগদান করেছেন। সভাপতি সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের প্রতি আহবান জানান। অতঃপর উপসচিব (প্রশাসন-২) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত বিষয়াদি ইংরেজিতে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগ	সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় জানান যে, নিয়োগ পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাক্কলিত ২৭, ৪৯, ৯৯৫ (সাতাইশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত পঁচানব্বই) টাকা সংস্থান রাখার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগকে অনুরোধ জানানোর জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১) অধিশাখায় নিয়োজিত বেগম রেখা রাণী বালোকে নিয়োগ কমিটির আহবায়ক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তিনি সম্প্রতি এ মন্ত্রণালয় হতে অন্যত্র বদলী হওয়ায় উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন যে নিয়োগ কমিটি পুর্নগঠন করতে হবে এবং নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণসহ নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেন।	(ক) নিয়োগ কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে; এবং (খ) নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণসহ নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের অনুমোদিত প্রশিক্ষণের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২-১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ "আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সকারী চাকরি আইন, ২০১৮" বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ১১-২০ম গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর ১দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে APA, NIS এবং ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩৪ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, APA, NIS এবং ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং বার্ষিক ৬০ জনঘন্টা অর্জনের জন্য অনুমোদিত প্রশিক্ষণসূচিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ওপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানোর নির্দেশনা দেন।	(ক) APA, NIS এবং ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং বার্ষিক ৬০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ অর্জনের জন্য অনুমোদিত প্রশিক্ষণসূচিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ওপর নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে; এবং (খ) প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) সভায় বলেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসে সভা করা হচ্ছে। তবে সভায় আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণ সময়মত সভায় যোগদান করেন না কিংবা অনুপস্থিত থাকেন বিধায় অগ্রগতি সম্পর্কে ভালভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়না। তিনি এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য একটি ছক প্রস্তুত করে সকলকে সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গত বছরের ন্যায় উচ্চ ও মধ্যর্ম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কিছু সংখ্যক কার্যক্রম/সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলি অর্জনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতি বলেন যে, এপিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে যথাসময়ে সভায় যোগদান করতে হবে; একই সময়ে একাধিক সভা আহবান করা হলে বিষয়টি এপিএ টিমের প্রধান/সভার আহবায়ককে অবহিত করতে হবে। তিনি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। এছাড়া, উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কার্যক্রম/সূচক চিহ্নিত করে সেগুলির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা আয়োজন অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন। তিনি এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করারও নির্দেশনা দেন।	(ক) এপিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে যথাসময়ে সভায় যোগদান করতে হবে; (খ) একই সময়ে একাধিক সভা আহবান করা হলে বিষয়টি এপিএ টিমের প্রধান/সভার আহবায়ককে অবহিত করতে হবে; (গ) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচকগুলোর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে সভা আয়জন অব্যাহত রাখতে হবে; এবং (ঘ) এপিএ'র সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সকল অনুবিভাগ প্রধানকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের নিমিত্ত গৃহিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং রেল সেবার মানোন্নয়নে করণীয় নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি "অংশীজন সভা" অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমোদিত কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি কর্মপরিকল্পনার ৩.১ ক্রমিকের কর্মকর্ত-কর্মচারিদের বদলী নীতিমালা এবং ৩.২ ক্রমিকের কর্মকতা-কর্মচারিদের বিদেশ প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে গত বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৩য় স্থান অধিকার অর্জন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার নিমিত্ত একটি সভা আয়োজনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি উক্ত সভায় গত বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকতা-কর্মচারিকে সম্মাননা প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেন। সভাপতি NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বদলী নীতিমালা এবং বিদেশ প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জনের নিমিত্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেন।	(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (খ) গত বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৩য় স্থান অধিকার অর্জন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য মাননীয় রেল মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি সভা আয়োজন করতে হবে; এবং (গ) কর্মকর্ত-কর্মচারিদের বদলী নীতিমালা এবং বিদেশ প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ের অর্জনের নিমিত্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১,২), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপসচিব, প্রশাসন (১, ২, ৫), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৫	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় নভেম্বর ২০১৯ মাস পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:	অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য পর্যালোচনা সভা করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

পূর্ব মাসের জের	নভেম্বর ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত	নভেম্বর ২০১৯ মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন	৩ মাসের কম	৩ মাসের উর্ধ্বে	৬ মাসের উর্ধ্বে
৪৫	-	-	৪৫	০	০	৪৫

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি বলেন যে, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য পর্যালোচনা সভা করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নেই। তবে, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ৭৪৩টি, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)-এর কার্যালয়ে ৯৮১৬টি এবং মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)-এর কার্যালয়ে ৮৮৭৭টিসহ মোট ১৯,৪৩৬টি অডিট আপত্তি পেন্ডিং রয়েছে। এ বিষয়টি মাসিক সমন্বয়সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

সভাপতি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলি গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করার নির্দেশনা।</td><td>অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>ই-ফাইলিং ও ভিডিও-কনফারেন্স</td><td>সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট সভায় নভেম্বর ২০১৯ মাসে ই-ফাইলে নথি এবং ডাক নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>অক্টোবর ২০১৯</th><th>নভেম্বর ২০১৯</th><th>বৃদ্ধি</th><th>হ্রাস</th></tr>
<tr><td>১।</td><td>নথি</td><td>৪৬.২০%</td><td>২৮.৬২%</td><td>-</td><td>(৪৬.২০-২৮.৬২)% =১৭.৫৮%</td></tr>
<tr><td>২।</td><td>ডাক</td><td>৩৪.১৬%</td><td>২৪.২৮%</td><td>-</td><td>(৩৪.১৬-২৪.২৮)% =৯.৮৮%</td></tr>
</table>
এছাড়া, নভেম্বর ২০১৯-তে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>মন্ত্রণালয়/বিভাগ</th><th>অক্টোবর/২০১৯</th><th>নভেম্বর/২০১৯</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১।</td><td>বড় ক্যাটাগরি ০৮টি</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>মধ্যম ক্যাটাগরি ১৪টি</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ছোট ক্যাটাগরি ৩৬টি</td><td>১৮ তম</td><td>১৭ তম</td><td>অগ্রগতি হয়েছে।</td></tr>
</table>
সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, নথি কার্যক্রমের দ্বৈততা এড়ানোর জন্য শাখার চলমান নথিসমূহ বিভাজন করে ই-নথি এবং হার্ডকপিতে উপস্থাপনযোগ্য নথির তালিকা তৈরি এবং সে অনুযায়ী নথি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তার স্বল্পতা থাকায় ই-নথি নিষ্পত্তি বৃদ্ধির স্বার্থে সকল শাখায় কর্মরত অফিস সহকারি/স্টেনোটাইপিস্টকে দিয়ে সাময়িকভাবে কাজ করানোর জন্য ই-নথির আইডি তৈরি করে ও নথি উপস্থাপনের নির্দেশনা দেয়া যায় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) সভায় বলেন যে, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখাসমূহে সহায়ক কর্মচারির স্বল্পতা থাকায় ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য আইসিটি সেলের কর্মকতাগণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

সভাপতি বলেন যে, সকল অনুবিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা করার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক অনুবিভাগ থেকে মাসে কমপক্ষে ১টি করে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করতে হবে। তিনি নথি কার্যক্রমের দ্বৈততা এড়ানো এবং নথি নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য শাখার চলমান নথিসমূহ বিভাজন করে ই-নথি ও হার্ডকপিতে উপস্থাপনযোগ্য নথির তালিকা তৈরি এবং সে অনুযায়ী নথি নিষ্পত্তি এবং সকল শাখায় কর্মরত অফিস সহকারি/স্টেনোটাইপিস্টকে দিয়ে সাময়িকভাবে কাজ করানোর জন্য ই-নথির আইডি তৈরি করে ও নথি উপস্থাপনের নির্দেশনা দেন। সভাপিত বিভিন্ন শাখা/অধিশাখায় ই-নথির কাযর্ক্রম আরও বৃদ্ধির নিমিত্ত সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য আইসিটি সেলের কর্মকর্তাগণকে নিদেশনা দেন এবং অগ্রগতি তদারকির জন্য অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি)-কে অনুরোধ করেন।</td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল শাখায় ই-নথির ব্যবহার, কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং শতকরা ৬০ ভাগ পত্র ই-নথিতে জারি নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) নথি কার্যক্রমের দ্বৈততা এড়ানোর জন্য শাখার চলমান নথিসমূহ বিভাজন করে ই-নথি এবং হার্ডকপিতে উপস্থাপনযোগ্য নথির তালিকা তৈরি করতে হবে এবং সে অনুযায়ী নথি নিষ্পত্তি করতে হবে;

(গ) শাখায় কর্মরত অফিস সহকারি/ স্টেনোটাইপিস্টদেরকে ই-নথির আইডি তৈরি করে দিতে হবে এবং ই-নথিতে নথি উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক অনুবিভাগ থেকে মাসে কমপক্ষে ১টি করে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করতে হবে; এবং

(ঙ) বিভিন্ন শাখা/ অধিশাখায় ই-নথির কাযর্ক্রম আরও বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সেলের কর্মকর্তাগণ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করবে এবং ই-নথি ব্যবহারের অগ্রগতি তদারকি করতে হবে।</td><td>১। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়;

২। সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট/ প্রোগ্রামার/সহকারি প্রোগ্রামার/সহকারি মেইনটেন্যান্স ইন্জিনিয়ার, আইটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>পরিদর্শন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) নভেম্বর ২০১৯ মাসে শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>সংখ্যা</th><th>প্রমাপ</th><th>প্রমাপ অনুযায়ী মাসে পরিদর্শন</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>শাখা</td><td>২২টি</td><td>প্রতি ২ মাসে ১টি</td><td>১১</td><td>৩</td><td>-</td></tr>
<tr><td>অধিশাখা</td><td>৯টি</td><td>প্রতি ৩ মাসে ১টি</td><td>৩</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>উন্নয়ন প্রকল্প</td><td>৩৬টি</td><td>প্রতিমাসে কমপক্ষে ১টি</td><td>১</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
তিনি আরও বলেন যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৩০টি শাখা/অধিশাখা এবং ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ও উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এছাড়া, সকল শাখা/অধিশাখা কর্মকর্তাকে নভেম্বর/২০১৯ মাসের মধ্যে নিজ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য বাজেট ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করতে হবে। তিনি আগামী ৭ দিনের মধ্যে সকল শাখা/অধিশাখা ১ বার পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য বাজেট ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগকে নির্দেশনা দেন।</td>
<td>(ক) প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

(খ) আগামী ৭ দিনের মধ্যে সকল শাখা/অধিশাখা ১ বার পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিতে হবে; এবং

(গ) পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করতে হবে।</td>
<td>১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ও শাখা/অধিশাখা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) নভেম্বর ২০১৯ মাসে শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>শাখার নাম</th><th>অনিষ্পন্ন বিষয়ের সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>প্রশাসন-০১</td><td>১টি</td><td>-</td></tr>
<tr><td>প্রশাসন-০২</td><td>১৮টি</td><td>-</td></tr>
<tr><td>প্রশাসন-০৪</td><td>১টি</td><td>-</td></tr>
<tr><td>উন্নয়ন-০১</td><td>নেই</td><td>অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রাপ্ত ৬টি অনিষ্পন্ন বিষয় নভেম্বর মাসে নিষ্পত্তি করা হয়।</td></tr>
<tr><td>উন্নয়ন-০২</td><td>নেই</td><td>অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রাপ্ত ১টি অনিষ্পন্ন পত্র নভেম্বর মাসে নিষ্পত্তি করা হয়।</td></tr>
<tr><td>আইন</td><td>৩টি</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>২৩টি</td><td></td></tr>
</table>
তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুসৃত ছকটি এ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখায় অনুসরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানান। কিন্তু সকল শাখা/অধিশাখা থেকে উক্ত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে ও নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত ব্যবস্থাদির বিবরণ সম্বলিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুসৃত ছকটি ব্যবহার (তাগিদপত্র ইস্যুর তথ্যসহ) করে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকতাগণকে নির্দেশনা দেন।</td>
<td>(ক) অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং

(খ) অনিষ্পন্ন বিষয়াদি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে ও নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত ব্যবস্থাদির বিবরণ সম্বলিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুসৃত ছকটি ব্যবহার (তাগিদপত্র ইস্যুর তথ্যসহ) করে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, রেলওয়ে নিরাপত্তা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক অক্টোবর ও নভেম্বর ২০১৯ মাসে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাদির তুলনামূলক চিত্র নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>মাস</th><th>অভিযান সংখ্যা</th><th>মামলা</th><th>জরিমানার পরিমান</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>নভেম্বর</td><td>০৯টি</td><td>১২৯</td><td>১৭,০৯০/-</td><td rowspan="2">কোন আসামীকে জেল দেওয়া হয়নি।</td></tr>
<tr><td>অক্টোবর</td><td>০৭টি</td><td>১৭৪</td><td>২৮,৬৭০/-</td></tr>
</table></td>
<td>(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;
(খ) ট্রেন এবং রেলস্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে;</td>
<td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন),রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		তিনি আরও বলেন যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ রেলস্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে আলাদা প্রতিবেদনও প্রেরণ করেন। এ সময় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা এবং বিনা টিকেটে যাত্রী ভ্রমণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় মর্মেও সভাকে তিনি অবহিত করেন। সভাপতি গত মাসের ন্যায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ এতদসংক্রান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বহাল রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	এবং (গ) বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনে ভ্রমণ রোধ এবং ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
৩.১১	মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভায় বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি খসড়া ডিপিপি তৈরির জন্য যুগ্মসিচব (উন্নয়ন-২)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত এ ধরণের প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং একটি খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে একটি খসড়া ডিপিপি করে পরবর্তী মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে একটি খসড়া ডিপিপি তৈরি করে পরবর্তী মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১২	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-১) (রেলওয়ে অপারেশন) শাখা, বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের শাখা/অধিশাখার পণ্য/সেবা প্রদান পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার তথ্যাদি যাচাইপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে: (ক) অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) — আহবায়ক (খ) উপসচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা) — সদস্য (গ) উপসচিব (প্রশাসন-৪ অধিশাখা) — সদস্য (ঘ) প্রোগ্রামার — সদস্য (ঙ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অপারেশন) — সদস্য সচিব সভাপতি বলেন যে মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলাদা একটি সভা করতে হবে। তিনি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন।	(ক) মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলাদা একটি সভা করতে হবে; (খ) সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহিত পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং (গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণের জন্য কমিটি গঠনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ২। সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-১) (রেলওয়ে অপারেশন) শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)	উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, গত নভেম্বর ২০১৯ মাসে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। সভাপতি বলেন যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন এ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন এ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১) ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৪	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(১)চীফ ইনোভেশন অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়; (২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্র		আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১৫	ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা	সিনিয়র সিস্টেমস এনালিষ্ট সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সকল মেন্যু, সাব-মেন্যু, সেবা বক্স ও লিংকের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/ছবি ওয়েবসাইট ও সোস্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখার নির্দেশনা দেন। সভাপতি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন সেবা বক্সের তথ্যাদি হালনাগাদ রয়েছে কি-না তা আগামী সভার পূর্বে যাচাই করার জন্য সকল শাখা/অধিশাখা কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেন্যু, সাব-মেন্যু, সেবা বক্স ও লিংকের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে; (খ) মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/ছবি ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখতে হবে; এবং (গ) ওয়েবসাইটের বিভিন্ন সেবা বক্সের তথ্যাদি হালনাগাদ রয়েছে কি-না তা আগামী সভার পূর্বে যাচাই করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; (২) শাখা/অধিশাখা কর্মকর্তা (সকল);রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.১১.১৭- ৭২৮

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪২৬ / ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০২। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। উপ-সচিব/উপ-প্রধান (সকল)/অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/মেইনটেন্যান্স ইন্জিনিয়ার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাক।
০৮। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd